মানবীয় দুর্বলতায়

নবিজির মহানুভবতা

ড. রাগিব সারজানি

মানবীয় দুর্বলতায়

নবিজির মহানুভবতা

অনুবাদ

আবু তালহা সাজিদ

মাকতাবাতুল হাসান

মানবীয় দুর্বলতায় নবিজির মহানুভবতা

মূল গ্রন্থ : ওয়া খুলিকাল ইনসানু দয়িফা (وخلق الانسان ضعيفا)

প্রথম প্রকাশ : জিলকদ-১৪৪১/জুলাই-২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক

মাকতাবাতুল হাসান

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

প্রচ্ছদ : গ্রাফিক্স টিম মাকতাবাতুল হাসান

ISBN : 978-984-8012-59-8

মূল্য : ৩৭০/- টাকা

Manobiyo Durbolotay Nobijir Mohanuvobota
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
www.maktabatulhasan.com

।। অর্পণ ।।

আম্মা-আব্বাকে,
আমার অস্তিত্বের প্রতিটি অণু যাদের অবদান।
আল্লাহ তাঁদের স্নেহের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন।

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

©

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

বিষয় সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৯
নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী	১১
দুর্বল কারা	১৯
রাসুল ﷺ-এর সমকালীন পরিবেশ	২৩
শৈশবের দুর্বলতা	২৯
এতিমের দুর্বলতা	৪১
নারীর দুর্বলতা	৪৯
বার্ধক্যের দুর্বলতা	৫৯
সেবক ও দাসের দুর্বলতা	৭১
দারিদ্র্যের দুর্বলতা	৮৭
ঋণের দুর্বলতা	৯৯
অসুস্থতার দুর্বলতা	১১৩
দুশ্চিন্তার দুর্বলতা	১১৯
কুফরির দুর্বলতা	১৩৩
সংখ্যালঘুতার দুর্বলতা	১৪৩
বন্দিত্বের দুর্বলতা	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অপূর্ব চিত্র	১৭১
যুদ্ধকবলিত জনগণের দুর্বলতা	১৭৩
মৃত্যুর দুর্বলতা	২০১
কবরের দুর্বলতা	২১১
কেয়ামত দিবসের দুর্বলতা	২১৭
কিছু কথা	২২৭
কৈফিয়ত ও সান্ত্বনা	২৩৩
গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	২৩৫

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে এবং তাকে দয়ার দৃষ্টি দ্বারা বেষ্টন করে নিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, যার ব্যাপারে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয় আপনি রয়েছেন চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে'।

বক্ষ্যমাণ বইটি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক, প্রখ্যাত ইতিহাস-গবেষক, লেখক ও দাঈ ড. রাগিব সারজানি কর্তৃক রচিত "(جمال التعامل النبوي مع الضعف الإنساني وخلق الإنسان ضعيفا)" -এর বঙ্গানুবাদ। বইটিতে লেখক মানবীয় দুর্বলতার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ-মাধুর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষ মাত্রই দুর্বল। দুর্বলতা মানুষের সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরও প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আচরণ করেছেন, বিশুদ্ধ হাদিস, অসাধারণ বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও তথ্যের মিশেলে তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এই বইয়ে। বইয়ে বর্ণিত অনেক হাদিস হয়তো আমরা পড়েছি, পড়ছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখকের অসাধারণ বিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গি আমাদের সামনে ভাবনা ও অনুভূতির এক নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

উল্লেখ্য, এখানে ইসলামের একটি দিক তথা সর্বপ্রকার মানবীয় দুর্বলতার প্রতি ইসলামের উদারতা ও মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শুধু। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মানুষের সব দুর্বলতা কেবল দুর্বলতা নয়, বরং কিছু বিষয় দোষ হিসেবেও গণ্য হয়। যেমন, কুফর অবলম্বন, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বন্দিত্ব। তবে সে-সব দোষের ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রবিশেষে মহানুভবতা প্রদর্শনের চিত্র রয়েছে ইসলামে। অতএব, সেগুলোর চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

বাংলাভাষীদের সামনে বইটি উপস্থান করতে পেরে যারপরনাই আনন্দ বোধ করছি। প্রিয় পাঠক, যদি বইটি পড়ে নবিজির এই অতুলনীয় গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে আগ্রহী হন, তবে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; প্রয়োজনীয় টীকা, সংযোজন, বিয়োজনের আশ্রয় নিয়েছি। তারপরও যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল থেকে যায়, আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল। আমরা শুধরে নেবো ইন শা আল্লাহ।

একটি পাণ্ডুলিপি বইয়ে রূপান্তরিত হতে অনেক মানুষের ঐকান্তিক শ্রম, সাধনা ও ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। আমাদের এই বইটিও এর ব্যতিক্রম নয়। অনুবাদ করার সময় আমার আব্বা (আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর ছায়াকে দীর্ঘায়ত করুন) কয়েক লাইন পড়ে বলেছিলেন, বইটি প্রকাশ হলে যেন তাকে পড়তে দিই। তাঁর এই চাওয়া আমাকে কতটা অণুপ্রাণিত করেছে, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল হাসান কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। সদাহাস্য প্রিয়মুখ সুফিয়ান ভাইয়ের মুহুর্মুহু তাগাদা বইয়ের প্রকাশকে আরও তরান্বিত করেছে। প্রিয় ভাই সদরুল আমীন সাকিব বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন করেছেন। মুহিব্বুল্লাহ মামুন ও মাসউদ আহমাদ ভাই বানান সংশোধন করেছেন ও প্রুফ দেখে দিয়েছেন। বন্ধু আখতারুজ্জামান সুন্দর প্রচ্ছদটি তৈরি করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেকে অনেকভাবে সহযোগিতা করেছেন। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। আল্লাহ তাআলা সবার চেষ্টা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাকে কবুল করুন। আমিন।

দোয়াপ্রার্থী
আবু তালহা সাজিদ
১৮/৩/২০১৯
abutalhasazid@gmail.com

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ববাসীর পক্ষ হতে যে পরিমাণ ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানব-ইতিহাসে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ তেমন ভালোবাসা ও সম্মান পায়নি; কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পাবেও না।

পৃথিবীর সংশোধন ও কল্যাণের স্বার্থে তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আমরা কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করছি না; পৃথিবীর অন্য হাজার অভিজ্ঞতাও অধ্যয়ন করছি না। আমরা আলোচনা করছি একজন অবিসংবাদিত মহান ব্যক্তিকে নিয়ে। অধ্যয়ন করছি মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা। আমাদের এ বক্তব্য দলিল-প্রমাণ বিহীন আবেগমিশ্রিত কল্পকথা নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে। কাছের-দূরের, স্বধর্মী-বিধর্মী; সবাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অকুণ্ঠচিত্তে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসরণীয়। তাঁর জীবন ছিল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও ছোট-বড় সবধরনের সমাজের জন্য আদর্শ। তাঁর জীবন ছিল উম্মাহ নির্মাণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐশী পদ্ধতিতে একেবারে শূন্য থেকে এক আলোকিত জাতি গঠন করেছিলেন। আরব-আযমকে একত্রিত করেছিলেন এক দ্বীন ও এক বিশ্বাসে। এমন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন, যার অস্তিত্বদান কোনোকালেই সম্ভব হয়নি।

রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, সেই পরির্তন ছিল অভাবনীয়। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে পাঠ-অধ্যয়ন শুধু উত্তম কিংবা পছন্দনীয় বিষয় নয়। বরং, দুনিয়া

ও আখিরাতে সৌভাগ্যপ্রত্যাশী, উম্মাহর সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকামী প্রতিটি মুসলিমের জন্যই আবশ্যক। তাঁর জীবনী পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডের অমুসলিমদের জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নবি-জীবনী অধ্যয়ন না করলে পৃথিবীবাসী অসংখ্য কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। নবি-জীবনীর প্রতি উদাসীন হলে ইলমের অনিঃশেষ ধনভান্ডার নিষ্ফল পড়ে রবে। পৃথিবীর বাস্তবতা-অনুসন্ধানী, সংস্কার ও কল্যাণপ্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের জন্য নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত এক মূল্যবান উত্তরাধিকার।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন শতধা বিভক্ত এক জাতির মাঝে। সেই জাতির মাঝে জুলুম-অত্যাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। অসত্য ও বাতিল হাজির হয়েছিল নানারূপে। পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে গিয়েছিল সেই জাতি। অহংকারী ও উদ্ধতরা সমাজে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। তখন রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্ময়কর স্থিরতা ও অনুপম ধৈর্যের সাথে সংস্কার শুরু করেছেন। অবস্থা পরিবর্তন করেছেন, চলার পথ সুগম করেছেন, সব বক্রতাকে সরল করেছেন। আলোকিত করেছেন জীবন চলার পথ। উত্তম চরিত্রকে দান করেছেন পূর্ণতা।

এমন সৎকাজ নেই, যার আদেশ তিনি করেননি। এমন অসৎ কাজও নেই, যা থেকে তিনি নিষেধ করেননি। সংস্কারের এই পথ তাঁর জন্য কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বরং তা ছিল বিপৎসংকুল ও কণ্টকাকীর্ণ। অনেকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কাছের কিংবা দূরের মানুষেরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এমনকি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এত বিরোধিতা, প্রতিকূলতার পরও তিনি বিন্দুমাত্র দুর্বল হননি। তাঁর পাহাড়সম সংকল্পে কোনো চিড় ধরেনি।

দৃঢ় পদক্ষেপ ও স্পষ্ট পথনির্দেশের মাধ্যমে শক্তিশালী, সুদৃঢ় এক জাতি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। বস্তুত, স্বজাতিকে মহিমান্বিতরূপে প্রতিষ্ঠাদানে প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের জন্যই তাঁর মাঝে অনুসরণ-অনুকরণের সকল উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের

আলোকিত দ্বীনের উপর রেখে গেলাম, তার রাত দিনের মতোই (উজ্জ্বল)। আমার পরে ধ্বংস-অবধারিত ব্যক্তিই শুধু তা থেকে বিপথগামী হবে।"[১]

নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব সত্যিকারার্থেই ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিলেন। সত্যিই এ এক আশ্চর্যজনক বিষয়। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসুল হওয়ায় আল্লাহ কর্তৃক ভুলত্রুটি ও গুনাহ থেকে মুক্ত রাখা ব্যতীত অন্যকিছু দিয়ে তাঁর নিষ্কলুষতার ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্যই শয়তানের কোনো প্রভাব তাঁর উপর ছিল না। কোনোভাবেই শয়তান তাঁকে বিপথগামী করতে পারত না। আমাদের দাবির সত্যতার জন্য তাঁর পুরো জীবন পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারেন।

তিনি শুধু রাসুলই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন শাসক, রাষ্ট্রনায়ক, একজন নেতা। এতসব উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পরও তিনি তাঁর সাহাবি ও অনুসারীদের সাথে এমন অকৃত্তিমভাবে মিশেছেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। পানাহার, বাসস্থান কিংবা ধনসম্পদে; কোনো ক্ষেত্রেই তিনি তাদের থেকে বিশিষ্টতা প্রকাশ করেননি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাদের সাথে দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিয়েছেন। তাদের মতো তিনিও ক্ষুধার্ত থেকেছেন। বরং তাদের চেয়ে বেশিই ক্ষুধার্ত থেকেছেন। তাদের সাথে কাজে শরিক থেকেও বরং সবার চেয়ে বেশি ক্লান্ত হয়েছেন। অবরুদ্ধ থেকেছেন তাদের সাথে। তাদের সাথে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে পেছনে ফেলে শত্রুর নিকটবর্তী হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। জীবনে কোনোদিন তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেননি; না উহুদে, না হুনাইনে, না অন্যকোনো যুদ্ধে। কষ্ট-যাতনা শুধু তাঁর ধৈর্যই বৃদ্ধি করেছে। মূর্খদের সীমালঙ্ঘন তাঁর সহিষ্ণুতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজের স্বার্থে

---

[১]. ইবনে মাযাহঃ ৪৩, মুসনাদে আহমাদঃ ১৭১৮২, মুসতাদরাকে হাকিমঃ ৩৩১, আলমুজামুল কাবিরঃ ১৫৩২৯

কোনোদিন রাগান্বিত হননি। নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো বিষয় লঙ্ঘিত হলে তিনি আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কখনো কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দিতেন না। দুনিয়া নিজে থেকে তাঁর কাছে ধরা দিত। কিন্তু তিনি সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে দিতেন আল্লাহর রাহে। তিনি এমন ব্যক্তির মতো দান করতেন, যার দারিদ্র্যের কোনো ভয় নেই। অথচ তিনি যখন ইন্তেকাল করেছেন, তখনও তাঁর ঢাল এক ইহুদির কাছে ত্রিশ 'সা'[১] যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। অথচ তখন তিনি সমগ্র আরব ভূখণ্ডের নেতৃত্ব দিতেন। মৃত্যুর সময় তিনি একটি দিনার কিংবা একটি দিরহামও রেখে যাননি। তার সাহাবি ও অনুসারীদের বাদ দিয়ে তিনি নিজের জন্য বিশেষভাবে কোনোকিছু রেখেছেন, এমন কখনো জানা যায়নি।

তিনি নিজ গোত্রের সাথে মিশে চলতেন, কখনো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন না। দরিদ্রদের সাথেও ওঠাবসা করতেন, নিঃস্বদের প্রতি দয়া করতেন, দাসী-বাঁদিও মদিনার পথে যেখানে ইচ্ছে তাঁকে সেখানেই নিয়ে যেতে পারত। তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন। জানাযায় উপস্থিত হতেন। জুমার নামাজে খুতবা দিতেন। ইলম শিক্ষা দিতেন। সাহাবিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়িতে যেতেন। তারাও তাঁকে দেখতে আসতেন। আর এসব অবস্থায় তার মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। চেহারা থাকত প্রফুল্ল।

উম্মাহর প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাঁকে দুটি বিষয়ে কোনো একটি নির্বাচনের ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে তার মধ্য হতে সহজতরটি যদি গুনাহের কাজ না হতো, তাহলে তিনি সেটিই নির্বাচন করতেন। আর যদি গুনাহের কাজ হতো, তাহলে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশি দূরত্ব বজায় রাখতেন। তিনি ছিলেন পরম ক্ষমাশীল। তাঁর উপর যারা অত্যাচার চালিয়েছে, জুলুমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে,

---

[১]. এক 'সা'= প্রায় ২.৬০০ গ্রাম। (অনুবাদক)

তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন অম্লানবদনে। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এমনকি যারা তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত, তাদের সাথেও তিনি সম্পর্ক রেখে চলতেন।

এমন প্রশংসিত চরিত্রমাধুর্য ও অনুপম গুণাবলির কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। এমনভাবে ভালোবেসেছেন, যেভাবে আর কাউকে ভালোবাসেননি। এমনভাবে ভালোবেসেছেন, যেভাবে কেউ কাউকে ভালোবাসে না, বাসতে পারে না। নবিজির শত্রুরাও সেই ভালোবাসার চিত্র দেখে একাধিকবার বলতে বাধ্য হয়েছে, মুহাম্মাদের সাথিরা তাঁকে যেমন ভালোবেসেছে, আমরা কাউকে তার সাথিদের এমন ভালোবাসা পেতে দেখিনি।[৩]

সাহাবায়ে কেরাম পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ, ঘরবাড়ি, মাতৃভূমি; সবকিছুর ভালোবাসার উপর নবিজির ভালোবাসাকে স্থান দিয়েছেন। তির-বৃষ্টির মাঝে নবিজির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছেন ঢাল হয়ে। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম চাইতেন, তাদের মৃত্যু হোক, তবু যেন নবিজির পায়ে একটি কাঁটাও না ফোটে। প্রিয় নবির বিচ্ছেদ তাঁদের জন্য ছিল অসহনীয়। যদি কেউ সফর থেকে ফিরতেন, তাহলে প্রথমেই চলে যেতেন মসজিদে নববিতে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে দুচোখ জুড়াতেন। কেয়ামতের দিন জান্নাতে নবিজির সুউচ্চ মর্যাদা লাভের কারণে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে—এ কথা ভেবে কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করেছিলেন। মানুষ যাকে ভালোবাসে, (কেয়ামতের দিন) সে তারই সাথি হবে[৪]—এ সুসংবাদ শোনার পর তারা শান্ত হয়েছিলেন।

শুধু উত্তম আচরণ ও চরিত্রমাধুর্যেই যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তা নয়। বরং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞ শাসক, বাগ্মী। ছোট কিংবা বড়; কোনো বিষয়ই তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। প্রজ্ঞা ও হিকমাহ যেন

---

৩. *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ৪/১২৬,২৮১ *সিরাতে ইবনে কাসির*: ৩/ ১২৮,৩১৭, ৩৩২

৪. *সহিহ বুখারি*: ৫৮১৭, *সহিহ মুসলিম*: ২৬৪০

তার মুখ থেকে অনর্গল ঝরে পড়ত। তাঁকে দান করা হয়েছিল 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ' বাণী। তিনি কথা বলতেন সংক্ষিপ্ত শব্দে, অথচ যুগ যুগ ধরে, শত শত বছরের ব্যবধানেও আজ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানীজন সেই সংক্ষিপ্ত কথার বহু অর্থ আবিষ্কার করে চলেছেন। তাঁর কথোপকথন ছিল সবচেয়ে সুন্দর। আলাপচারিতায় তিনি বরখেলাফ, ত্রুটিবিচ্যুতি, কষ্ট দেওয়া কিংবা ক্রোধের আশ্রয় নিতেন না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়, মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরও তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে সাহায্য চাইতেন, তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। কারও মতামতকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। তাঁর কাছে হিকমাহ ও প্রজ্ঞার বাণী ছিল হারানো সম্পদ, শরয়ি সীমায় থাকাকালীন যেখানে পেয়েছেন সেখান থেকেই তা গ্রহণ করেছেন।

তবে তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্যের বিষয় ছিল, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এইসব মহৎ ও প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আমরা তাকে মক্কায় যেমন সর্বগুণে গুণান্বিত দেখেছি, তেমনই দেখেছি মদিনাতে। দেখেছি যুদ্ধ-বিগ্রহে ও নিরাপদ সময়ে। যখন তিনি স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তখন তাঁকে যেমন দেখেছি, তেমনই দেখেছি ক্ষমতাবান শাসকরূপে। প্রিয়তম সাহাবিদের সাথে তাঁর আচরণ যেমন দেখেছি, তেমনই দেখেছি ঘোরতর শত্রুর সাথেও...।

পরিস্থিতি যত সঙিনই হোক না কেন, তিনি কখনো ন্যায় থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর প্রাণের দুশমনের উপরও তিনি জুলুম করেননি। তিনি এমন কাজ করতেন না, যার জন্য অনুতপ্ত হতে হয়। 'আমি জানি না' বলতে তিনি কখনো লজ্জাবোধ করতেন না।

তাঁর পুরো জীবনের চিত্রই ছিল এমন স্বচ্ছ পবিত্র। সাহাবিদের পূর্বে শত্রুরাও তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে চমৎকৃত হয়ে যেত। তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর বহুকাল পরে যারা দূর থেকে তাঁর কথা শুনত, তারাও তাঁকে সম্মান করত, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করত। এমনকি অনেক অমুসলিমও তাঁর গুণমুগ্ধদের দলে রয়েছেন।